আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন—"কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটারে চ'লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও ব'ল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হ'লে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়্‌লে, রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে প'ড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্গুরু, অহেতুককৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস। দুদিন দর্শনের পরই ব'লেছিলেন, 'প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরীশ ঠিক তো ব'লেছেন, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ না ক'র্‌লে, ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাতে ধ'রে তুল্‌বে; কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী ক'র্‌বে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তগ্দতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাঁরা কি ক'রে দিন কাটাবেন? তাই 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে!'

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন! বলেন 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছে! এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি ঈশ্বরপ্রেম। ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয় কর্ম্ম ক'রে, এদের লোভ অহঙ্কার হিংসা ইত্যাদি স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত; কে সরল উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্; লোকের খোসামোদ ক'রে বেড়ান্, কলিকাতা

থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইও তা হ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম? মাটির প্রতিমাতে এতো যোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়; আর শুদ্ধনরদেহে হয় না? আবার এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়! জন্ম জন্ম সাঙ্গোপাঙ্গ!

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; (apparent man) বাহ্যিক মনুষ্যকে ভুলে গেলেন, (Real Man) প্রকৃত মনুষ্যকে দর্শন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাঁকে দর্শন ক'রে কখন অবাক্ স্পন্দহীন হ'য়ে চুপ ক'রে থাক্‌তেন, কখন বা 'ওঁ' 'ওঁ' ব'ল্‌তেন কখন বা মা মা ক'রে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখ্‌তেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল!

"নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ'য়েছে! ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হ'তে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা ত নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ ক'রে আলো জেলে দেখিয়ে দেন না! তাই বুঝি ঠাকুর ব'ল্লেন

'মান করলি ত করলি, আমরাও তোর মানে আছি।'

"আত্মীয় হ'তে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান ক'র্‌বে না ত কার উপর অভিমান ক'র্‌বে! ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ইত্যাদি ভক্তের সঙ্গে আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রমকথাপ্রসঙ্গে।]

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে! দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্‌সার (Cancer)। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটি অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার—২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, একটী দ্বিতলের ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে—তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী; পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন, আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে মহাপুরুষ দর্শন্ করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—

[নির্লিপ্ত সংসারী।]

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দুমোন বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না।

"যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই! পানকৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে; কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

[নির্লিপ্ত হ'বার উপায়।]

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধন করা চাই। দিনকতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিন মাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা ক'র্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্‌তে হয়। আর মনে মনে ব'ল্‌তে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমায় সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন ক'রে তাঁরে পাব!'

"ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আটা লাগে না।

"সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ'লে জলে মিশ্‌বে না, নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব'লেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কোর্‌বো। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে ব'ল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা

হেঁটমুণ্ড হ'য়ে, ঊর্দ্ধ পদ ক'রে, কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধ পদ হ'তে হবে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে, তবে গিয়ে সংসার ক'র্‌তে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্‌তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি ক'র্‌লে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

[সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান।]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই যে, দুইই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান উটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকৃতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকৃতে গেলে যত সিয়ানই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

"মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হ'লে সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য।)

"খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মতন দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাক্‌লে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতে পারে। (সকলের হাস্য।)

"জনকরাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচু ক'রে ছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিল, 'হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রীপুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকৃতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

[জ্ঞানের পর কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ।]

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটা বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার ক'রে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য বাহাদুরি কাঠের মত, Steam Boatএর মত।

"কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে ব'সে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য।) আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

"নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। যুগধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে।]

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জান্‌বার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন পথ সে জান্‌তো না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হ'য়ে লোকদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌ত। তারা ব'লে দিল, 'এ পথে নয়,

ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌লে। দেখ, না জান্‌লেও কেউ না কেউ ব'লে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌ল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। আবার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল। তখন সন্ন্যাসী বুঝ্‌ল যে, ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

"কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন ? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানা রূপ কেন ?

ডাক্তার। যিনি আকার ক'রেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন ক'রেচেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হ'তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না ক'র্‌তে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গাম্‌লা রঙ্‌ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্‌ ক'র্‌তে আস্‌তো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও।' একজন হয়তো ব'ল্লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটী গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'ল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন হয়ত ব'ল্লে, আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটা সেই গামলার কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'ল্‌তো, 'এই নাও তোমার হলদে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে, সেই একই গামলা হ'তে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা

ক'র্লে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?' তখন সে ব'ল্লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ্ দাও।' (সকলের হাস্য)।

"একজন বাহ্যে গিছিল—দেখ্‌লে গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার র'য়েছে। সে এসে আর একজনকে ব'ল্লে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটী ব'ল্লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ্ হ'তে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্।' আর একজন ব'ল্লে, 'না, না, সে সবুজ হ'তে যাবে কেন, সে যে হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'ল্লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি। তোমরা যা যা ব'ল্‌ছো, সব সত্য, সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি, কোন রঙই নাই!'

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ্, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায় —যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে * কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে, দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গ'লে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ্ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'ল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম

* সাক্ষাৎ—ব্যক্ত (Personal God)।

নির্গুণ (the Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (the Unknown and the Unknowable.)

"তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র, জ্ঞান—সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আট্‌কে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হ'য়েছে। যদি আরও বিচার ক'র্‌তে চাও, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই, জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি ; ভক্তের আমি]

"জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি, তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস তুমি প্রভু', তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায় থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। (সকলের হাস্য।)

"সমাধির পর কাহারও আমি থাকে—দাস আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন।

"দাস আমি' 'বিদ্যার আমি,' 'ভক্তের আমি,' এরই নাম 'পাকা আমি।'

"কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে? এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধ'র্‌তে পারে, তা হলে প্রথমে

সব জিনিষ পত্র কেড়ে নেয় ; তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তার পর পুলিসে দেয়। বলে, 'কি ! জানে না, কার চুরি করেছে।'

[বালকের আমি।]

"ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও 'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগ্‌ড়া মারামারি ক'র্‌লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্চে। (হাস্য।)

"যদি ছেলেটাকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে ?' সে বলে 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমায় বাবা দিয়েছে ; না, আমি দোব না।' তার পর ভুগিয়ে একটা পুঁতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও, তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু বাপ মায় সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা প'ড়্‌লো। পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হ'য়েছে কি না ?

"আবার 'বুড়োর আমি' আছে (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয় বুদ্ধি পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না, হয়তো যত দিন

বাঁচে, ততদিন যায় না। তার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; এই সব। 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

[জ্ঞান কাহাদের হয় না।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

[সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়।]

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটী লক্ষণ--ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

"আবার তমোগুণের আর একটী লক্ষণ, কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরাতো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হ'ব না। আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার ক'র্‌তে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ ক'র্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু ক'র্‌তে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের

আলপথে চ'ল্‌ছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হ'য়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় প'ড়্‌তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার। কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তাঁরা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহংকার থাকে না। তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটী তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[বিচার ও আনন্দপথ; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হ'লে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যা ব'ল্‌চো, ওকে বিচার পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

"আবার ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণগান করতে ভাল লাগে তাহ'লে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা ক'রে ক'র্‌তে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হ'য়ে যায়।

"যদি কারও পুত্র-শোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সাম্‌নে অহংকার ক'রে বেড়াতে পারে, না সুখ-সম্ভোগ ক'র্‌তে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো! ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।]

"বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজ করা, ধারণা

হওয়া, বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্চে, দর্দর্ ক'রে রক্ত পড়ছে অথচ বল্ছি, কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব কথা বলা সাজে না, আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবে তো!

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ; ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী।]

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্জ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্চে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু লোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব'লে দিতে পারে।

ডাক্তার (ভক্তদিগের প্রতি)। বই পড়্‌লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'তো না। Faraday communed with nature, প্রকৃতিকে কেয়্যাডে নিজে দর্শন ক'রতো, তাই অতো scientifc truth discover ক'র্‌তে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হ'লে, অত হ'ত না। Mathematical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

[ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য (Divine Wisdom and book-learning.)]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে আমি মাকে ডাক্‌তুম্, আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম ক'রে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ ক'রে বা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে, আরও কত কি, তা কি ব'ল্‌বো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন ;— গীত।

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে-যাগে জেগে আছি।

এখন যোগনিদ্রা তোরে পেয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে, আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় ব'লেছিল' 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।' (সকলের হাস্য।)

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় কি রোজ থিয়েটার যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি ব'ল্‌ছে, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মাষ্টার। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[অবতার কথা প্রসঙ্গে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না!

ঈশান। আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'র্‌বো! বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। কেন? সঙ্গত কথা ব'ল্‌বে না?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার ব'লে মানে নাই। শেষ যখন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হ'লো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে ব'সে রয়েছে।

"অহঙ্কার চূর্ণ হ'লে, তবে কাক ভূষণ্ডী জান্তে পা'র্‌লে যে, রামচন্দ্র দেখ্‌তে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত; আবার জীব জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

[অবতার ও জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি।]

[Limited Powers of the conditioned.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই সম্রাট্‌, তিনিই বিরাট। যারই নিত্য, তারই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ব'ল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস ক'ত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস ক'ল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি? প্রথম দেখ, বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এ তো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরীশ ঘোষ। মাহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার। তার পর দেখ, সীতাবর্জ্জন।

গিরিশ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[Science না মহাপুরুষের বাক্য?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি অবতার মান্‌ছেন না কেন? এই আপনি ব'ল্লেন, যিনি আকার ক'রেছেন তিনি সাকার, যিনি মন ক'রেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি ব'ল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর Scienceএ (ইংরাজি বিজ্ঞান) শাস্ত্রে নাই! তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে ব'ল্লে ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে। যাকে ও কথা ব'ল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে ব'ল্লে, দাঁড়াও একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ প'ড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নাই! তখন সে ব্যক্তি ব'ল্লে, ওহে ও তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই! ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মান্‌তে হবে। আপনাকে মানুষ মান্‌তে দেব না। বল্‌তে হবে, Demon or God. (হয় সয়তান নয় ইশ্বর)।

[সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হ'লে, ঈশ্বরে চট্‌ ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। (ভক্তদের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, কি বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালীবাড়ীতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা অতিথ-কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়্‌বে, জ্ঞানও তত বাড়্‌বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্‌ ছিড়িক ক'রে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক পাতা, খোসা, ভূষী, জাব, যা দাও, গব্‌গব্‌ ক'রে খায়, সে গরু হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য।)

"বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা ব'লেছেন, 'ও তোর দাদা'; বালকের ওমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন, জুজু আছে; তো ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার—বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি)। গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাব্‌লুন, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো! শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হো হো করিয়া হাস্য)।

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ ক'রেছিল—ঘুঙ্‌ড়ী কাসী (whooping-cough)। আমি দেখ্‌তে গি'ছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক ক'ত্তে পারি নাই। শেষে জান্‌তে পাল্লুম, গাধা ভিজেছিল; যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেতো। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) কি বলে গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হ'য়েছে! (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে)। জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধ'রেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)।

* * * *

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাসত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ ক'ত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে আবার আহারের কটকেনা ক'ত্তে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার। পথ্যেতেই সারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার; উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে। ঔষধ না খেলে, কেমন ক'রে ভাল হবে? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও', সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা ক'ত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

[স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন

আচার তেঁতুল। মনে ক'র্লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে। দুই একটী ছেলে হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'র্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে পুলে না হয়।

* * * *

গিরীশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা র'য়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা ক'র্ত্তে যাবেন না?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী! যে পরমহংস হ'য়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। দেখ, কর্ম্মনাশা ব'লে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। ডুব দিলে কর্ম্মনাশ হ'য়ে যায়—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম্ম ক'র্ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (মাষ্টার, গিরীশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক ব'লে যদি মনে কর, তাহ'লে আমি তোমাদের।

[অহৈতুকী ভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম ক'রে থাকে দেখেছি; ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল ক'রে দাও, এই সব।

* * * *

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তোমার যে অসুখ হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল ক'রে দাও, দেখ, তাঁর নাম-গুণ ক'র্ত্তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান ক'রেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি এক ঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখন অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন বা তাঁর নাম ক'রে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

* * * *

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া এই দুটী দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

"মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও। মিষ্ট লাগ্‌বে। তোমার ছেলে অমৃতটা বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আমার কোন শালা চেলা নাই, আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস— আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমি ও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা। (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ষোড়শ খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। ইংরাজি ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতাস্থ সেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গলার পীড়া (cancer) চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

মাষ্টারকে ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬৷৹টায় সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ডাক্তারকে ব'ল্‌বে, শেষরাত্রে একমুখ জল হয়, কাশি আছে," ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, নাইবো কি না?"

মাষ্টার। সাতটার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার (বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি)। মহাশয়, রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হ'য়েছে—ঘুম নেই। এখনও পরমহংস চ'ল্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, শুন্‌তে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখ্‌চেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার। As man, I have the greatest regard for him.

মাষ্টার। (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি) ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে অনেক দেখ্‌ছেন।

ডাক্তার। অনুগ্রহ !—

মাষ্টার। আমাদের উপর অনুগ্রহ ; পরমহংসদেবের উপর ব'ল্‌ছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে! তোমরা জানো না, আমার actual loss হ'চ্চে, রোজ রোজ দুই তিনটে callএ যাওয়াই হ'চ্চে না। তার পর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর ফি নিই না—আপনি গিয়ে fee নেবো কেমন কোরে ?

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্ত্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রেছেন।"

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)। ম—চক্রবর্ত্তী আপনার এখানে আগে আসিতেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী scienceএর lecture দিতেন। তিনি শুন্‌তে আসতেন।

ডাক্তার। বটে ? লোকটার কি তমো! দেখ্‌লে আমি নমস্কার ক'র্‌লুম as God's Lower Third ? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে ; তুমি ও কথাটা mark ক'রেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে ব'সেছেন' ?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে ক'র্‌লে নিজে ব্যারাম আরাম ক'র্ত্তে পারেন।

ডাক্তার। ওঃ! তাকি হয়! আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancerএর ভিতর কি আছে—আমরাই আরাম করতে পারি না—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম ক'র্‌বেন!

(বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা তেমনি সকলে devoteeর মত সেবা ক'র্‌ছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেবক-সঙ্গে।]

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা তিনটার সময় আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ ক'রেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হ'য়েছে ?

মাষ্টার। আপনি 'হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন' এ কথা কাল শুনে গিছ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ব'লেছিল ?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর ?

মাষ্টার। তা ম-চক্রবর্ত্তীকে বলে, 'তমোগুণী ঈশ্বর (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার ব'ল্‌ছে, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে (পরমহংসদেবের হাস্য)।

মাষ্টার। আবার আমায় বল্লে, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে; আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা ৮টার সময় বলে, 'এখনো পরমহংস চ'ল্‌ছে !'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ও ইংরাজী প'ড়েছে, ওকে বল্‌বার যো নাই আমাকে চিন্তা কর ; তা আপনিই ক'র্‌ছে।

মাষ্টার। আবার বলে—'As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব আমার ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো ?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার ব'ল্লে, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু ; আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত !' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আরো ব'ল্লে, তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা লোকসান রোজ হ'চ্চে, দুই তিন জায়গায় রোজ যেতে ভুল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে।]

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণ ক'রে সবে এসে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; এ সময়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন, নরেন্দ্র, ম—চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখ্‌লেন বলুন।

বিজয়। কি ব'ল্‌বো! দেখ্‌ছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি!

ম-চক্রবর্ত্তী। ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্ ইনিই বসান্।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি)। দেখ, বিজয়ের কি অবস্থা হ'য়েছে! লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে! আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্‌তে পারি। বল্‌তে পারি, পরমহংস কি না।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়। হাঁ, বোধ হয় গিয়াছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখ্‌তে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এখানে ষোল আনা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার * ব'লে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম!

ম—চক্রবর্ত্তী। পেটভরা কি? উপ্‌চে প'ড়্‌ছে!

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পাড়লেই তাহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরম ভক্ত।

বিজয় (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বুঝেছি আপনি কে! আর ব'ল্‌তে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) যদি তা হ'য়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়। বুঝেছি!

এই বলিয়া বিজয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতে লাগিলেন। যাঁহার যেমন ভাব!

শ্রীযুক্ত ম-চক্রবর্ত্তী সাশ্রুনয়নে গাইলেন—

দেখ দেখ প্রেমমূর্ত্তি—

ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।"

নবগোপাল কাঁদিতে লাগিলেন।

আর একটি ভক্ত গাহিলেন—

গীত।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি, মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে;

ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমারি চরণ বন্দে,
কোটিচন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা ;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋতু, প্রণমে তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয় ;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও পদে আশ্রয়।

সেই ভক্তটী আবার গাইলেন,—

ঝিঁঝিট—কীর্ত্তন।

(খয়রা) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল।
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।
(ঝাঁপতাল।)
টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি
দূর ভেল জাতি কুলমান ;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া করিল পয়ান ;

(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে,)
ভাবেতে হ'ল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপনা পসান ;
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এয়সাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই)

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি একটা হয় আবেশে এখন লজ্জা হ'চ্ছে। যেন ভূতে পায়। আমি আর আমি থাকি না।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও 'আশ্চর্য্য গণিত।']

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১।৭।৮ এই রকম গণনা হয়।

নরেন্দ্র। সব এক কি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এক দুয়ের পার।*

ম-চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের পার। হাতে একখান বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজর্ষি ব'লে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে /৫ পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার?

[অবতারের প্রয়োজন।]

বিজয়। সন্দেশ পাঠান হ'য়েছে, বোঝা গেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না! কি রকম জানো! গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে; শিঙ্গটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। (হাস্য)

---

* এক দুয়ের পার—The Absolute as distinguished from the Relative.

ম-চক্রবর্ত্তী। দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য।)

বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক উদিক ঢু মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম ক'র্‌তে দেখে বাঁট্‌টা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-সঙ্গে প্রেমানন্দে।]

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার। কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। কেবল তোমার জন্য ভাব্‌ছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরো কত কি ভাব্‌ছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশি হ'য়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে।

ডাক্তার। সকালে সব খপর পেয়েছি।

* * * *

শ্রীম-চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন যে, লঙ্কাদ্বীপে 'laughing man' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা হবে; ওটা 'inquire' ক'র্‌তে হবে। (সকলের হাস্য)।

[ডাক্তারের ব্যবসা।]

ডাক্তারী কর্ম্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উঁচু কর্ম্ম ব'লে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না নিয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাজটীও মহৎ। কিন্তু টাকা নিয়ে এ সব কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মানুষ নির্দ্দয় হ'য়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা বাহ্যের রং এই সব দেখা—নীচের কাজ।

ডাক্তার। তা যদি শুধু করে, তা হ'লে কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা

থাকে, তা হ'লে খুব ভাল। তা যে কম্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাক্‌লে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই,—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখ্‌লে মুখ নীচু ক'রে চ'লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখ্‌লে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

[সাধু ও সর্ব্বজীবে দয়া।]

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি ক'রে ছুড়ে ছুড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর্ না।

নরেন্দ্র গাইতে লাগিলেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।

গীত।

সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,
বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে।
এক তব নাম ধন অমৃত ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

আমার দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক'রে)
(ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে করো মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য! সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বল্‌ছেন, 'আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কায নাই জ্ঞান বিচারে'। বিজয় সর্ব্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে; তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই। ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই; সকলেই স্থির, নিস্পন্দ—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-সঙ্গে।]

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আটটা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। এই যা ভাবটাব দেখ্‌লে, তোমার Scienceএ কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যেখানে এত লোকের হ'চ্চে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল ক'রে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাক্‌তে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম; এই ভাব্‌লুম যে display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)। তুমি যে অটল, অচল, সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা। রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না —যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হ'লেই তোলপাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু সায়েরে

দীঘিতে হাতী নাম্‌লে তোলপাড় হয় না, কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে ব'ল্লেন, "সখি তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদ্‌ছিস্; কিন্তু দেখ্‌ আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই!" তখন বৃন্দা ব'ল্লেন, 'সখি তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে।' তোর হৃদয়ে বিরহ-অগ্নি সদা জ্বল্‌ছে; চক্ষে জল উঠ্‌ছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে!"

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বার যো নাই! (সকলের হাস্য।)

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ক্রোধ জয়।]

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়, সেই কথা হইতেছিল।

ডাক্তার। তুমি ভাবে প'ড়েছিলে; আর এক জন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল, সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছে শুনেছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো * বাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটীতে অন্ধকারে প'ড়ে আছি! চন্দ্র হালদার ভাব্‌তো, আমি ঢং ক'রে ঐ রকম হ'য়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব ব'লে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতারর গোঁজা দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হ'য়েছিল। সবাই ব'ল্লে' সেজো বাবুকে ব'লে দেওয়া যাক্। আমি বারণ ক'র্‌লুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের খেলা, ওতেও লোক শিখ্‌বে। ক্রোধ কি রকম ক'রে বশীভূত ক'র্‌তে হয়, ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখ্‌বে।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের দর্শন।]

ইতিমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথা-বার্ত্তা হইল।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমি দূরে থাক্‌লেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হ'চ্চে।

নরেন্দ্র। Guardian angelএর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না!

* 'সেজো বাবু'—রাসমণির জামাতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সপ্তদশ খণ্ড।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, কালী,* শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার ইত্যাদি অনেক ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৬শে অক্টোবর. ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা-পূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন, কেননা, তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া—কণ্ঠদেশে পীড়া, Cancer। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমার বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-পথ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুককৃপাসিন্ধু! দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়।

---

* কালী (স্বামী অভেদানন্দ)—এখন আমেরিকায় আছেন।—শরৎ (স্বামী সারদানন্দ)। তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন। আর একটী অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, 'আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। অসুখটা খুব হাল্‌কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা'হলে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'ল্‌বো, তিনি যা ভাল হয়, তাই ব'লবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন ক'চ্চে

মাষ্টার (কালীর প্রতি)। কালী বাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী। এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আস্‌তে বোলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ।]

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা ক'চ্ছিলাম, দশটায় আস্‌বে ব'লে, দেড়ঘণ্টা ব'সে। ভাব্‌লুম, কেমন আছেন, কি হ'লো!

ডাক্তার (বন্ধুর প্রতি)। ওহে, সেই গানটা গাও ত।

বন্ধু গাইলেন,—

---

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। ঠাকুরের আর একটী অন্তরঙ্গ।

গীত।

কর তাঁর নাম গান,
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো;
স্রোত বহে প্রেমপীযূষবারি সকল জীবসুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে, নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। গানটী খুব ভাল; নয়? ঐ খানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে!"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার, খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার (সস্নেহে)। অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো ত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী করতে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়!

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হ'ক, আর সেখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চহাস্য।)

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখলুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তাহা

বেশী হ'লেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ! ও যে reflected light!

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু চারটী রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার, চক্রবর্ত্তীর 'অহঙ্কার' এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছু দিনের মধ্যে আর থাক্‌বে না। তাঁর কাছে বস্‌লে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহংকার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় নেন, রাত তখন ৮।৯টা হবে। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে নিজে এক একবার বাতি ধ'রে এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি রকম মত?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন। তবে কথা ক'য়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মতের মত।

ডাক্তার। হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সে দিন আপনাকে বল্‌ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড়্‌ হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী বড়, তাতে হাতী নাম্‌লে জল বেশী নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নাম্‌লে তার কিছু ক'র্‌তে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।'

ডাক্তার। I don't deserve the compliment. ভাব আর কি? feelings—ভক্তি আরও অন্যান্য feelings বেশী হ'লে কেউ চাপ্‌তে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explantion কেউ দিতে পারে এক রকম ক'রে—কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিষটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক্ বা ঈশ্বর আলাহিদা ব'সে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটী বেশ উপমা দিয়েছেন—theory of light. "Whether you know the undulatoy theory of light or not, light in either case is equally wonderful."

ডাক্তার। হাঁ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, আবার Godও মানে!

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখ্‌ছি কালীরই উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁকে পরব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে God বলে তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান্ বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে, শুনেছি, একজনের একটী গামলা ছিল, তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেতো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ক'রতো, 'তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও?' লোকটী যদি বল্‌তো সবুজ রং, তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত; ও বল্‌তো, 'এই নাও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়!' যদি কেহ বল্‌তো লাল রং, তাহ'লে সেই গামলায় কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'ল্‌তো, 'এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়।' সেই এক গামলার রঙে সবুজ, লাল, নীল, হল্‌দে সব রঙের কাপড় ছোপানা হোতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক ব'ল্লে, বাবু, আমি কি রং চাই বল্‌বো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রং দাও (সকলের হাস্য)। সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের

লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝ্‌বে? তাঁর মুখে শুনেছি, সুতার ব্যবসা না ক'র্‌লে ৪০ নং সুতা আর ৪১ নং সুতার প্রভেদ বোঝা যায় না। Painter না হ'লে painter এর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christএর ন্যায় না হ'লে Christএর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা ব'লেছিলেন তাই, 'Be perfect as your Father in heaven is perfect.'

* * * *

ডাক্তার। আচ্ছা তাঁর অসুখের তাদারক তোমারা কিরূপ কর?

মাষ্টার। প্রত্যহ এক একজন superintend করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরীশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালী বাবু; এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত সঙ্গে।]

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ বেশ ভাল আছি।'

ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

[পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা কর্‌লে আমার একটী অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ ক'রে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হ'লে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

"রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌ছিল হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো। তার পর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি ব'ল্‌ছো, তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝ্‌বে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝ্‌বে! তোমার তো ভারি চেঁতে বুদ্ধি!' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো আর আমার পা টিপ্‌তে লাগ্‌লো।

ডাক্তার। রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু শাঁক ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন'! এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো। বল্লুম যে, 'তোমার এ কি রকম কথা! তুমিতো বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া! যা সব রাত দিন চিন্তা ক'র্‌ছো আর কাজে ক'র্‌ছো, তাই তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে।' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো, ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হ'লো। আমি আবার নাচ্‌লুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন! আমি ব'ল্লুম সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখ্‌বেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে, গো? গোপাল, গোপাল যারা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল 'গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটী স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের মালা। সকলে

---

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত ৺ অধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস কোরে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে পরম ভক্ত, এরা কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখ্‌ত, কোন কারিগর ব'ল্‌ছে, 'কেশব' 'কেশব'! আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম ক'র্‌ছে 'গোপাল' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর ব'ল্‌ছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি', তার পর কেউ ব'লছে 'হর', 'হর', কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দাররা সহজেই মনে করতো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে ব'ল্লে, 'কেশব! কেশব,' তার মনের ভাব এ সব (খদ্দের) কে?' যে ব'ল্লে 'গোপাল', 'গোপাল', তার অর্থ এই যে আমি এদের বেয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, এরা গরুর পাল, গরুর পাল (সকলের হাস্য।) যে ব'ল্লে 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (সকলের হাস্য)। যে ব'ল্লে, 'হর,' 'হর'—তার মানে এই যে, তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল। (সকলের হাস্য।)

"সেজো বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার ক'রতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু (সকলের হাস্য)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্‌লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লে ব'ল্লে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে, সে সব পড়া, বিদ্যা, সব থু হ'য়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই ব'ল্‌ছি, বই পড়্‌লে পণ্ডিত হয় না।

[ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে স্বরস্বতী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে 'রামে রাম', 'রামে রাম' এই সব ব'ল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, এমন সময়ে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ. ফুরালেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা ক'য়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"ছেলে বেলায় তাঁর আবির্ভাব হ'য়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম! সব্বাই বল্লে, বেহুঁস হ'য়ে গিছ্‌লুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যখন ঠাকুর পূজা ক'রতে যেতুম. হাতটা অনেক

সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা আমার কাছে থাক্‌তো, সে আমার কাছে আস্‌তো না; ব'ল্‌তো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[Free will or God's will ?]

(যন্ত্রারূঢ়)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে ? আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর—তুমি ঘরণী, আমি রথ—তুমি রথী, যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি, নাহং, নাহং, তুহুঁ, তুহুঁ। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধারা কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা ক'র্‌তে লাগল; বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী ব'ল্লেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসী মাত্র। আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এদিকে তো এত বিজয়কে ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি কর্‌বো ? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হ'য়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জান্‌তে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'র্‌লে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু ক'র্‌তে পারি ? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর ? যদি ঢং মনে কর, তা হ'লে তোমার Science ফায়েন্স সব ছাই প'ড়েছ!

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি ? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় ঘণ্টা সাত ঘণ্টা থ'রে থাকি।

['ন যোৎস্যে'—ভগবদ্গীতা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে ব'লেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি

একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো ব'লে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো! তবে একটী কথা আছে,—মানুষ কি ক'র্‌বে, তিনিই মানাবেন! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো!

ডাক্তার। তুমি কি মনে ক'র্‌ছো, অমুক মাড়্ তোমায় মেনেছে ব'লে আমি তোমায় মান্‌বো? অমুক মাড়্‌কে আমি কি মানি? একজন ক্যাওট্ মেনেছে ব'লে আমিও পায়ে প'ড়্‌বো? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মান্‌তে ব'ল্‌ছি গা?

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মান্‌তে ব'ল্‌ছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তুমি কি ব'ল্‌ছো, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি ব'ল্‌ছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি ক'র্‌বে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব'ল্লেন, আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বো না, জ্ঞাতি-বধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ ব'ল্লেন, অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ ক'র্‌তেই হইবে। কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে র'য়েছে!*

"শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল—তাদের মতে অশ্বত্থগাছে যে পাতা ন'ড়্‌ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটী পাতাও নড়্‌বার যো নাই।

[Liberty or Necessity ; Free will or God's will ?]

ডাক্তার। যদি সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্চেন, তাই বলি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্র তো বল্‌ছো; হয় তাই বল, নয় চুপ ক'রে থাকো, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মশাই যা মনে করেন, করুন। কিন্তু তিনি করান্ তাই করি—a single step against the Almighty Will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

[Influence of Motives.]

ডাক্তার। Free Will তিনিই দিয়েছেন ত। আমি মনে ক'র্‌লে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌তে পারি, আবার না ক'র্‌লে না কর্‌তে পারি।

* মহৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব'লে করি—

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রতে ভাল লাগে ব'লে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটা ছেলে পুড়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্যবোধে—

গিরীশ। ছেলেটাকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া (সকলের হাস্য।)

['জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম ক'রতে গেলে আগে একটা বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিসটা মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই, ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তার পর খোঁড়ে। খুঁড়্‌তে, খুঁড়্‌তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে। তার পর ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকমে ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের ক'রছে, আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার। কিন্তু আগুন heatও (উত্তাপ ও) দেয়, আর light ও (আলো ও) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) ক'রতে গেলে কেবল যে আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। পেটে খেলে পিটে সয়। কষ্টতে ও আনন্দ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়! Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরস। (সকলের হাস্য।)

মাষ্টার। বেশ dilemma, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। সরস—নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। পোড়া স্বভাবে টানে। (হাস্য)। যদি এক দিকে ঝোঁক (inclination)ই হ'লো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একবারে ব'ল্‌ছি না। গরু খুঁটিতে বাধা আছে, দড়ি যত দূর যায়, তার ভিতর free। দড়ি টান্‌ পড়্‌লে আবার—

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও ব'লেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে ?

(ডাক্তারের প্রতি) "দেখ, ঈশ্বর সব ক'র্‌ছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সেতো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো ? বেদান্তের একটা উপমা আছে— একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো ; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান্‌ ক'র্‌ছে, আমি ন'ড়ছি, আমি লাফাচ্চি। ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হ'য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না ; হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান ; জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে ; ততক্ষণ আমি সৎ কাজ করেছি, আমি অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় ক'র্‌লে, সৎপথ ধ'র্‌লে, তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হ'য়ে যেতে পারে। 'তিনি একমাত্র কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা,' এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত ! একথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। Free Will কেমন ক'রে আপনি জান্‌লেন ?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it !

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক্‌ উল্টো বোধ করি,—যে আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য।)

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty ব'লে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'র্‌তে যাই, (২ পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stageএ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখ্‌তুম, পুরুত সন্দেশে পিঁপড়ে হ'লে বড় ভাবিত হতো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—(হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে ক'রে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় থাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অহৈতুকী ভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (ডাক্তার) যা ব'ল্‌ছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। 'মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, তবু মহেন্দ্র সরকারকে দেখ্‌তে ভাল লাগে' এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি ক'র্‌বো?

"অহল্যা ব'লেছিলেন, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না!

"নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন ক'রে স্তব ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্লেন, নারদ! 'আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ ব'ল্লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম ব'ল্লেন, 'আর কিছু বর লও।' নারদ ব'ল্লেন, আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে 'শুদ্ধাভক্তি'।

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখ্‌তে চায়, আর কিছু,- ধন, মান, দেহসুখ—কিছু চায় না। এর নাম 'শুদ্ধাভক্তি।'

"আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) ব'লেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম,— তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পাও, তাই আস:—ঐ টুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্চে, কোন ঠিক নাই, হয় তো একটা ফড়িঙ ধ'রছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা ব'লে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বিগড়বার জন্য আর আমার 'পাগলামি' সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর; চোক ভাল। আমি মা মা ব'লে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে ব'ল্লুম, 'দাদা, দেখবে এসো, ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে আর সব লোককে ব'লে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা ব'লে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে ব'লতুম, মা! রক্ষা কর, মা! আমায় নিখাদ কর, মা, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়। (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্ব গুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক'র্‌বো, এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে ক'র্‌তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই—একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম ক'র্‌তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন।

"সকলেরই কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে; দু একটী লোক কর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বর লাভ হয়।

"সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না; হেম আমায় ব'লেছিল, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন?'

—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অষ্টাদশ খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরীশ ঘোষ, ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভজনানন্দে—সমাধিমন্দিরে।]

পর দিন ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা।

আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যামবসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুন্‌বেন?'

ডাক্তার। 'তুমি যে তিড়িং মিড়িং ক'রে উঠ—ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে!'

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন;—

গীত।

চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাই অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার;
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অনিবার।

গীত।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নির্ব্বাণহিল্লোলে,
চিরশান্তিপরিমল, অবিরত যায় ভাসি।

মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি ;
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him' (এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌ছে ? তিনি উত্তর করিলেন, 'ডাক্তার ভয় ক'র্‌ছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে একটু ভাবস্থ হইয়াছেন ; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'না, না, কেন ভাব হবে ?' কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির। অবাক্, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যশূন্য। মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন ;—

গীত।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ !
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার ?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব ; যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

গীত।

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে ;
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয় হে।

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা! নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

গীত।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়' কবে যাবে আমার ধরম করম কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার—
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়া সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লজ্জা ত্যাগ কর। ঈশ্বরের নাম ক'র্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" "আমি এত বড় লোক, আমি 'হরি হ'র' ব'লে নাচ্‌ব? বড় বড় লোক এ কথা শুন্‌লে আমায় কি ব'ল্‌বে? যদি বলে, 'ওহে! ডাক্তারটা 'হরি হরি' ব'লে নেচেছে। কি লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।"

ডাক্তার। আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি ব'ল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটী খুব আছে! (সকলের হাস্য।)

[বিজ্ঞান কিরূপে হয়—ব্রহ্মদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর

সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। সে কাঁটাটী তোল্‌বার জন্যে আর একটী কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটী তোল্‌বার পর ছটী কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটাটী দূর কর্‌বার জন্য, জ্ঞানকাঁটা আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান ছটাই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষ্মণ ব'লেছিলেন, রাম! একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্টদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদেছিলেন! রাম ব'ল্লেন 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার!'

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

গীত।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
তাদের ছুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মারে পাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
তাদের জ্ঞানখড়্গো বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না।]

শ্যামবসু। ছুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপং। তা তোমায় কেমন ক'রে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবো? হদ্দ বল্‌তে পার, 'কেমন ঘী, না যেমন ঘী।' একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গপ জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ

আনন্দ হয় ? মেয়েটী ব'ল্লে, 'ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জান্‌বি, এখন তোকে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন ক'রে শেষে ভগবতীকে ব'ল্লেন, মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি ক'র্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

"ব্রহ্ম কি জিনিস মুখে বলা যায় না। একজন ব'লেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে ব'ল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ, যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হ'য়েছে, সে জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পণ্ডিত ও অহঙ্কার।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে, আমি যাব যবে।' 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব ক'র্‌ছো। আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমার গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা কর্‌বার আমার অধিকার।

"যারা একটু বৈ টৈ প'ড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে।—ক—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হ'য়েছিল। সে বলে, 'ও সব আমি জানি।' আমি ব'ল্লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে ? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু ?

শ্যামবসু। তিনি (—ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওগো ব'ল্‌বো কি ! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটী মেথরাণীর যে অহঙ্কার ! তার গায়ে দু একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মেথরাণী তাদের ব'লে উঠ্‌লো, 'এই! সরে যা।' তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি ব'ল্‌বো!

[পাপ পুণ্য।]

শ্যামবসু। মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'র্‌ছেন, এ কি রকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র। সোণার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো, তুই আম খেয়েনে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা! (শ্যামবসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি? ফিলজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদ তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ infinite। সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝ্‌বেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব ক'রে কি ব'ল্‌বে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। তোমাদের ঐ এক! কল্‌কাতার লোক-গুলো ব'লে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ!' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

['লোকমান্য' কি জীবনের উদ্দেশ্য?]

"হেম দক্ষিণেশ্বর যে'ত। দেখা হ'লেই আমায় ব'ল্‌তো, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই! জগতে এক বস্তু আছে—মান?' ঈশ্বরলাভ যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সূক্ষ্মশরীর।]

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চ'লে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় প'ড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের দায়টা; একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যামবসু। আচ্ছা, স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

[স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটা স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়—মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো!

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে ব'ল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখ্‌লেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের, এ সব সূতার ব্যবসা না ক'র্‌লে কি বলা যায়? যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কা'কে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

[ঈশ্বরে ভক্তি একমাত্র সার।]

"যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌বে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে।

"অহল্যার শাপ মোচনের পর রামচন্দ্র তাঁকে ব'ল্লেন, 'তুমি আমার কাছে বর লও।' অহল্যা ব'ল্লেন' 'রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।'

"আমি মার কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাতজোড় ক'রে ব'লেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার ...

তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

"ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

"যদি কাহারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম! এখানে একটা কথা বলি, বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল। শূকরমাংস খাওয়া আর Colic (পেটে শূলবেদনা) ও হওয়া! এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিঙ) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হ'য়ে থাক্‌তো, বাহ্যজ্ঞান থাক্‌তো না—তাই 'নির্ব্বাণ'।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজ কর্ম্ম ক'র্‌বে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু তার মন যেমন ফোড়ার দিকে প'ড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব যদি না থাকে, বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?

শ্যামবসু। কিছু বোঝো বই কি! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধ'রে কর্‌ছেন! কি বল? (সকলের হাস্য।)

[থিয়সফি Theosophy.]

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosopy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই, যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হ'য়ে যাব, এই শক্তি। আর একদেশে একজন কি কথা ব'ল্‌ছে, তাই ব'ল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। এই সব লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মর্‌বার পর্ জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে, আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান ব'ল্লে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি!' আমার ঠিক ঐ ভাব।

শ্যামবসু। তারা বলে, 'মহাত্মা' সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা, ক'মলে আস্‌বে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লিই না, কাপড় লিই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না, ও সবতো অনেক ক'র্‌লে—টাকা, মান, Lecture—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট

হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চ'লে যাব যাব হ'য়েছি, অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)।

গিরীশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞান সভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় একদিন সেখানে (Science Associationএ) নিয়ে যাবে?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[গুরুপূজা।]

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর—but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ!

গিরীশ। কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার ক'র্লেন, তাঁকে আর কি কোর্‌বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। গুর জন্যে হ'চ্চে না। আমারও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে ক'রে ফেল্লে। সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে! নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা ক'র্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ, নিচ্চি! (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য ক'র্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি— এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ্) ও Animal

Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটী (point) স্থান আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার। ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র। আমি God (ঈশ্বর) ব'ল্‌ছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) ব'ল্‌ছি।

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না! My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়ত আমায় জুতো মেরে তাড়াবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সেকি! এরা তোমায় কত ভালবাসে। তুমি আস্‌বে ব'লে বাসক সজ্জা জেগে থাকে!

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you.

ডাক্তার। আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted,—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারও কাছে প্রকাশ করি না।

গিরীশ। তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—at least out of pity for your friends—এই মনে ক'রে যে, তারা আপনাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না?

ডাক্তার। ব'ল্‌বো কি! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয়, (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude!

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ।]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ভাল, তুমি যে ভাব হ'য়ে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয়, তা তোমায় কি [illegible]? সে অবস্থার পর [illegible]ন ভাবি, বুঝি রোগ হ'চ্ছে ঐ জন্যে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মা[illegible]য়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি ক'রবো?

ডাক্তার (শিষ্যগণের প্রতি) ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful এটী বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই তো খুব শঠ্ (বুদ্ধিমান)। তুই বল্ না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়! আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন্‌নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হ'য়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য regret হ'তে পারে, তা ব'লে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না।

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া গিরীশের প্রতি)। তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific discovery কর্‌বার জন্য আপনি life devote ক'রতে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences এর জন্য ইনি health risk কর্‌বেন না?

[অবতারাদি।]

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য হ'য়েছে, Jesus যীশু), Chaitanya (চৈতন্য), Buddha (বুদ্ধ), Mohamed (মহম্মদ) সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে আমি যা ব'ল্লুম, তাই ঠিক! একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হ'চ্ছে। আপনি এক্‌লা তাহাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship bordering on Divine Worship.